দৈনিক সংবাদ

MAR 31 2002

এসএসসি পরীক্ষা

গণিত নিয়ে পরীক্ষার্থী অভিভাবক উৎকণ্ঠায়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শুক্রবার দুপুরে 'সংবাদ' কার্যালয়ে এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এসএসসি পরীক্ষায় হয়ে যাওয়া গণিত পরীক্ষা সম্পর্কে তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা বলতে। তিনি বললেন, আমার মেয়েটি এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। সারা বছর স্পর্শলের মতো অঙ্ক করেছে। আগের পরীক্ষাগুলোতে দেখা গেছে অঙ্কে সে ভাল। কিন্তু কি হয়ে গেল আসল পরীক্ষায় এসে? ১০০ নম্বরের উত্তর দেয়া তার পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। সেখানে উত্তরই করতে পেরেছে মাত্র ৬০ নম্বরের। এখন কী হবে? প্রশ্নপত্রের এই হাইপার স্ট্যান্ডার্ডের জন্য দায়ী কে? তাদের জন্য আমার মেয়ে বা তার মতো হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে খেসারত দিতে হবে কেন? তাকে কী একটা বছর নষ্ট করতে হবে? শোনা যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'গণিত পরীক্ষা কঠিন হয়েছে কি না' খতিয়ে দেখবে। দেখে কি করবে? পরীক্ষা বাতিল করে নতুন প্রশ্নপত্রে আবার পরীক্ষা নেবে? নাকি জেনারেল গ্রেস দেয়া হবে? প্রশ্নপত্র কঠিন করা হয়েছে কেন, ফল বিপর্যয় ঘটানোর জন্য না পরীক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য?

এ উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা শুধু ওই অধ্যাপক এবং তার মেয়েরই নয়, হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর ঘরে ঘরে। পত্রিকা অফিসে

গণিত ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

গণিত ঃ উৎকণ্ঠা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এসে, টেলিফোন করে, প্রায় প্রতিদিনই এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। তাদের উদ্বেগ, যে ধরনের প্রশ্ন হয়েছে তাতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ফলাফল বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন সকলে।

এ ব্যাপারে টেলিফোনে কয়েকজন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, স্মরণকালের ভয়াবহতম কঠিন প্রশ্নের কারণে গণিত বিষয়ে ঢাকা বোর্ডে অধিকাংশের পাস নম্বর থাকাটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। যারা খুব ভাল ফলাফল বা এ প্লাস পাওয়ার আশা করেছিল— এই একটি বিষয়ের কারণেই তাদের সে আশা আর পূরণ হবে না। এ ব্যাপারে বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অনেকে।

উল্লেখ্য, চলতি এসএসসি পরীক্ষায় ২৭শে মার্চ অনুষ্ঠিত ঢাকা বোর্ডের গণিত প্রশ্ন প্রচলিত মানের অনেক বেশি উচ্চতর মানের হয়। ফলে এ বোর্ডের হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বিপাকে পড়ে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তাদের অভিভাকরা। রাজধানীর খ্যাতিমান স্কুলগুলোর বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরাও এ গণিত প্রশ্নকে স্মরণকালের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন বলে আখ্যায়িত করেন। এ ব্যাপারে সে সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।